[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত হবে]

বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা)

হাউজ নং-১০, লেভেল ২-৩, রোড নং-১৭এ, ব্লক-ই, বনানি, ঢাকা-১২১৩।
ফোন: +৮৮ ০২ ৮৮৩৬৩২৪-২৫, ০২ ২২২২৮১৬৬৩, ০২২২২২৮১৬৬৪
ই-মেইল: **info@baffa-bd.org, www.baffa-bd.org**

স্মারক নম্বর: বাফা /নির্বাচন বোর্ড/২০২৫-২০২৭/০২ তারিখ: ২৬ অক্টোবর ২০২৫

বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা) -এর নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় সমিতি'র ২০২৫-২০২৭ মেয়াদের নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাবলী ও আচরণবিধি

নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

১। **ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস:**

- ২০২৫-২০২৭ মেয়াদের নির্বাচনে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য সদস্যগণের ২০২৫ **সাল পর্যন্ত** বার্ষিক চাঁদা এবং অন্যান্য বকেয়া **(আগস্ট-২০২৫ পর্যন্ত)** পরিশোধিত থাকতে হবে;
- ২০২৫-২০২৭ মেয়াদের নির্বাচনে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বাফা এর সদস্যদের ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স লাইসেন্স এর হালনাগাদ ফটোকপি;
- ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৫);
- ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট এর ফটোকপি (২০২৪-২৫)/রিটার্ন জমা রশিদ (২০২৪-২৫) এর ফটোকপি **[প্রোপ্রাইটরশীপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আয়কর সনদ এবং লিমিটেড/অংশিদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আয়কর সনদ দাখিল করতে হবে];**
- জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি;
- ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি দাখিল করতে হবে;
- একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/Proprietorship Firm ব্যতীত অন্য কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ মনোনিত ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কেউ ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে রেজুলেশনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে এবং
- ঢাকা অঞ্চলে ভোট প্রদানে ইচ্ছুক সদস্যগণ ঢাকা কেন্দ্রের নির্ধারিত ফরম এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভোট প্রদানে ইচ্ছুক সদস্যগণ চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক দাখিল করবে।

(উপরে উল্লিখিত কাগজপত্রাদি নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের (১৭ নভেম্বর ২০২৫) মধ্যে নির্বাচন বোর্ডে জমা দিতে হবে।)

২। প্রাথমিক ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত বা ভোটার তালিকা হতে নাম বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হলে নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি জানাতে হবে। দাখিলকৃত আপত্তির বিষয়ে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

৩। প্রার্থী ব্যক্তিগতভাবে/প্রতিনিধির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রত্যাহার করতে পারবেন। প্রতিনিধির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে চাইলে প্রার্থী কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনয়নের পত্র প্রমাণক হিসেবে দাখিল করতে হবে।

৪। (ক) ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত নেই এমন কোন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী কিংবা সমর্থনকারী হতে পারবেন না।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন ভোটার নিজে প্রার্থী হলে, সর্বোচ্চ ১৮ (আঠার) জন প্রার্থীর এবং নিজে প্রার্থী না হলে সর্বোচ্চ ১৯ (উনিশ) জন প্রার্থীর প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী হতে পারবেন।

৫। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর নির্ধারিত মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা যাবে।

৬। নির্বাচন বোর্ড কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করলে উক্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

৭। নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর কোন আপত্তি থাকলে ফলাফল প্রকাশের পর তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

৮। নির্বাচনে ভোট দানের অধিকারী সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করবেন। প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেয়া যাবে না।

৯। নির্বাচন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রত্যেক ভোটার প্রতিটি পদের জন্য একটি ভোট প্রয়োগের অধিকারী হবেন।

১০। ভোটারের পরিচয় পত্র নির্বাচনের দিন নির্বাচন কেন্দ্রে সকাল ৮:০০ টা হতে বিতরণ করা হবে।

১১। কার্যনির্বাহী কমিটির নিম্নোক্ত পদসমূহের জন্য নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন বোর্ডের নিকট মনোনয়ন জমা দিতে হবে:

ক্র. নং	পদ	পদের সংখ্যা
১.	প্রেসিডেন্ট	০১টি
২.	সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট	০১টি
৩.	ভাইস প্রেসিডেন্ট	০৩টি
৪.	ডিরেক্টর (এডমিনিস্ট্রেশন)	০১টি
৫.	ডিরেক্টর (ফিন্যান্স)	০১টি
৬.	ডিরেক্টর	১২টি
	মোট=	**১৯টি**

১২। **মনোনয়ন ফি (অফেরৎযোগ্য):**

কার্যনির্বাহী সদস্য পদের মনোনয়ন ফি: বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা)'র অনুকূলে নিম্নে উল্লিখিত টাকার নগদ/পে-অর্ডার সমিতির কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	মনোনয়নপত্রের ফি (টাকা)
১.	প্রেসিডেন্ট	৩,০০,০০০.০০
২.	সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট	২,০০,০০০.০০
৩.	ভাইস প্রেসিডেন্ট	১,০০,০০০.০০
৪.	ডিরেক্টর (এডমিনিস্ট্রেশন)	৮০,০০০.০০
৫.	ডিরেক্টর (ফিন্যান্স)	৮০,০০০.০০
৬.	ডিরেক্টর	৬০,০০০.০০

১৩। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্মকর্তা/সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে দাখিল করতে হবে। মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মনোনয়ন ফি পরিশোধের রশিদের মূল কপি মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। **বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা)র অফিস থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করে তা যথাযথভাবে পূরণপূর্বক সমিতির অফিসে দাখিল করতে হবে।**

১৪। বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ এর ১৯ (৩) বিধি মোতাবেক যে সকল সদস্য নির্বাচন তারিখের ৬০দিন পূর্বে (১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে) এসোসিয়েশনের বার্ষিক চাঁদা, বিসিএস সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবেন সে সকল সদস্য ভোটার তালিকাভুক্ত হতে পারবেন না এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

১৫। বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ এর ১৯ (৩) বিধি মোতাবেক নির্বাচন তারিখের ১২০ দিনের পূর্বে (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে) সদস্য হয়েছেন এমন সদস্য উক্ত নির্বাচনে ভোটার হতে পারবেন।

১৬। এক ব্যক্তির মালিকানাধীন একাধিক প্রোপাইটরশীপ প্রতিষ্ঠান থাকলে তিনি সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য ভোটাধিকার প্রাপ্য হবেন এবং উক্ত ভোট কোনক্রমেই হস্তান্তরযোগ্য হবে না। তবে এরুপ ভোটাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচনে একাধিক পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।

১৭। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি এসোসিয়েশনের নোটিশ বোর্ডে/ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

১৮। নির্বাচনী কার্যালয় হতে সদস্যদের নিকট ই-মেইলে প্রাথমিক ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রেরণ করা হবে, তবে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত তালিকা সংগ্রহ করা যাবে।

১৯। কার্যনির্বাহী কমিটির পদ নির্বাচনের ভোট কাউন্টিং মেশিনের মাধ্যমে গণনা করা হবে।

২০। কোনো ব্যক্তি কোনো বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পরিষদের কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না অথবা কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না, যদি তিনি-

(১) ঋণ খেলাপি হোন;
(২) কর খেলাপি হোন;
(৩) ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদন্ডে দন্ডিত হোন এবং মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না হয়;
(৪) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হয়ে থাকেন

(৫) কোনো আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বলে ঘোষিত হয় বা দেউলিয়া হিসেবে ঘোষিত হওয়ার জন্য আবেদন করে থাকেন।

(ক) নির্বাচনে সকল পদের প্রার্থীগণ মনোনয়ন পত্রের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্রসমূহ জমা প্রদান করবেন:

১	নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়নের মাধ্যমে ঋণখেলাপী কিনা সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মূল প্রত্যায়নপত্র;
২	নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়নের মাধ্যমে কর, ভ্যাট, শুল্ক হালনাগাদ পরিশোধ করিয়াছেন কিনা সে বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত আয়কর, ভ্যাট রিটার্ন ও শুল্ক পরিশোধের মূল সনদপত্র;
৩	ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া কারাদন্ডে দন্ডিত কিনা এবং তাহার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের মূল সনদ;
৪	প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলাদি।

(খ) নির্বাচনী তফসিলে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের পর কোন মনোনয়ন ফরম গ্রহণ করা যাবে না।

(গ) পূরণকৃত ফরমে কোনো ঘষামাজা/কাটাকাটি থাকলে তা বাতিল হবে।

(ঘ) একজন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি পদেই নির্বাচন করতে পারবেন। একাধিক পদে মনোনয়ন ফরম দাখিল করা হলে সকল মনোনয়ন বাতিল হবে।

(ঙ) চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নাই এরূপ কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী বা তার প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হতে পারবেন না।

(চ) "বাফা পরিচালন পর্ষদে কোনো ব্যক্তি পরপর ২ (দুই) মেয়াদ শেষে অন্যূন একটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করিয়া পরবর্তীতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন"।

(ছ) "চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে কোনো প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করিতে চাহিলে নির্বাচন বোর্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত লিখিত আবেদন দাখিল করিতে হইবে"।

২১। **info@baffa-bd.org** নির্বাচন বোর্ডের অফিসিয়াল ইমেইল অ্যাড্রেস হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এছাড়াও সদস্যদের নিকট বিভিন্ন তথ্য হোয়াটস অ্যাপ এ BAFFA Members' Group এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য/নির্দেশনা/বিজ্ঞপ্তি নির্বাচনী নোটিশ বোর্ড/বাফা এর ওয়েবসাইটে (**www.baffa-bd.org**) প্রদর্শন এবং সদস্যদের ই-মেইলে প্রেরণ করা হবে।

২২। দাখিলকৃত দলিলাদি/ডকুমেন্টস-এ কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা বা অস্পষ্টতা গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে ঐ সদস্য ভোটার হওয়ার যোগ্য হবেন না।

২৩। বাফা নির্বাচন কার্যক্রম বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০২২, বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ এবং বাফা এর সংঘবিধি ও সংঘ-স্মারক অনুযায়ী সম্পাদিত হবে। আইন ও বিধিমালার সাথে সংঘবিধি ও সংঘস্মারকের কোন বিষয় সাংঘর্ষিক হলে সেক্ষেত্রে আইন ও বিধিমালার বিধানাবলী অগ্রাধিকার পাবে।

নির্বাচন সংক্রান্ত আচরণ বিধি:

০১। নির্বাচন উপলক্ষে মিছিল করা অথবা শ্লোগান দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

০২। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘন্টা পূর্ব হতে অর্থাৎ ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সকাল ৯:০০ টার পর থেকে সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।

০৩। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ভোট কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে প্রার্থী অথবা তার সমর্থকদের সমাবেশ, জটলা, ব্যাজ ধারণ ও পোস্টার বহন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।

০৪। নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত বিধান বহির্ভূতভাবে কোন প্রার্থী কিংবা ভোটার ভোট গ্রহণ এলাকায় অহেতুক অবস্থান করতে পারবেন না।

০৫। নির্বাচন উপলক্ষে কোন বিজ্ঞাপন প্রদান, কোন প্রকার পোস্টার, দেয়াল লিখন অথবা ব্যানার ব্যবহার করা যাবেনা।

০৬। ভোটারদের নিকট কেবলমাত্র সাদাকালো A4 Size এর প্রচারপত্র প্রেরণ করা যাবে, তবে কোন রকম উপঢৌকন প্রেরণ করা যাবে না।

০৭। কোন প্রার্থী একক অথবা দলবদ্ধভাবে কোন হোটেল, রেঁস্তোরা বা কমিউনিটি সেন্টারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনী পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান, ভোটারদের আপ্যায়নের আয়োজন এবং এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

০৮। নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ও পরিচালনায় গ্রুপভিত্তিক সকল প্রার্থীর পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান করা যাবে। প্রার্থীগণ সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোটারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। ব্যক্তিগত কুৎসা, অশালীন অথবা রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করা যাবে না। প্রার্থী পরিচিতি সভার ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন বোর্ড সকল প্রার্থীর উপর সমান হারে ফি ধার্য করতে পারবে।

০৯। এই নির্বাচন আচরণ বিধির এক বা একাধিক বিধান লংঘিত হলে অথবা এই বিষয়ে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে নির্বাচন বোর্ড বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নির্বাচন বোর্ডের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ আপীল বোর্ডের নিকট সাথে সাথে আপিল দায়ের করতে পারবেন। আচরণবিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন বোর্ডের সুপারিশক্রমে সময়ে সময়ে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়ে আচরণ বিধি সংক্রান্ত এইরূপ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন আপিল বোর্ড নির্বাচন চলাকালীন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন। নির্বাচন আপিল বোর্ডের সভায় শুনানী গ্রহণ করা হবে। এই শুনানীর বিষয়ে যাবতীয় নোটিশ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণা মারফত অবহিত করা হবে। নোটিশ বোর্ডে এই বিষয়ে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি একমাত্র বৈধ নোটিশ বলিয়া গণ্য হবে। শুনানী গ্রহণ শেষে আপিল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১০। নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ কক্ষে একই সঙ্গে প্রবেশের জন্য ভোটারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করবেন। নির্বাচন বোর্ড, নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন সহযোগী, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনী প্রার্থী এবং কেবলমাত্র ভোট দানের জন্য আগত ভোটার ব্যতীত অন্য কারও ভোট গ্রহণ কক্ষে প্রবেশাধিকার থাকবে না। প্রত্যেক প্রার্থী নির্বাচনী কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ০১ (এক) জন পোলিং এজেন্ট (অবশ্যই ভোটার হতে হবে) নিয়োগ করতে পারবেন।

১১। ভোট চিহ্ন প্রদানের জন্য নির্ধারিত গোপন কক্ষে এক সঙ্গে একাধিক ভোটারের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। ভোট গ্রহণ কক্ষের বাইরে ব্যালট পত্র নেয়া যাবে না।

১২। ভোট গ্রহণ কক্ষে সকল ভোটার, নির্বাচন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে বিধিমোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এই আদেশের বিধান লঙ্ঘন অথবা অসদাচরণ, প্রচারণা ও প্ররোচনায় লিপ্ত যে কোন প্রার্থী অথবা ভোটারকে নির্বাচন বোর্ড ভোট কেন্দ্রের এলাকা হতে বহিষ্কার করতে পারবে।

১৩। নির্বাচন প্রার্থীবৃন্দ ভোট গ্রহণ এলাকা ও কক্ষে কেবল মাত্র নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত স্থান /আসনে অবস্থান করতে পারবেন এবং কেবলমাত্র নির্বাচন বোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্বক একমাত্র ভোট দানের উদ্দেশ্যে ভোট প্রদান কক্ষের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিধিমোতাবেক প্রবেশ করতে পারবেন।

১৪। কোন প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে কোন ভোটারের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ ও প্রচারণায় লিপ্ত হতে পারবেন না।

১৫। একজন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

১৬। একজন প্রার্থী একই পদের একাধিক মনোনয়নপত্র জমা করলেও তার একটি মনোনয়নপত্রকে বৈধ হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

১৭। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা জাল ভোট দান কিংবা ইতোমধ্যে ভোট দিয়েছেন, এমন ভোটারের বিরুদ্ধে অথবা অন্য কোন আচরণ বিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রার্থীগণ নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট আপত্তি করতে পারবেন।

১৮। নির্বাচন বোর্ড এইরূপ দাখিলকৃত আপত্তি ও অভিযোগের সুরাহা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৯। নির্বাচন বোর্ড কিংবা নির্বাচন কর্মকর্তার নিষেধ বা সতর্কীকরণ সত্ত্বেও কোন প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে আলাপচারিতা ও প্রচারণায় লিপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে বিধান অনুসরণপূর্বক তার প্রার্থিতা বাতিল করা যাবে।

২০। নির্বাচন বোর্ড ব্যালট পত্রের ফরম নির্ধারণ করবে। ব্যালট পত্রের প্রথম অংশে ব্যালট পত্র নম্বর মুদ্রিত থাকবে এবং ব্যালট পত্র আবশ্যিকভাবে সংগঠনের সিল ও চেয়ারম্যান, নির্বাচন বোর্ডের স্বাক্ষরসম্বলিত হতে হবে, অন্যথায় এটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২১। ব্যালট পেপারে প্রার্থীর নামের ডান দিকের নির্দিষ্ট স্থানে [× (ক্রস)] চিহ্ন দিয়ে ভোট দিতে হবে। ক্রস (×) চিহ্ন প্রার্থীর নামের নির্দিষ্ট ঘরের উপরের ও নিচের লাইন অতিক্রম করতে পারবে না।

২২। ভোটার তালিকায় ভোটার নম্বর, ভোটারের ছবি, ভোটারের নাম, তার প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং TIN নম্বর উল্লেখ করতে হবে। সংগঠনের দপ্তরে রক্ষিত সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত সদস্যের নমুনা স্বাক্ষরের ভিত্তিতে অথবা নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ছবি সম্বলিত পরিচিতিপত্রের মাধ্যমে ভোটার সনাক্ত করা হবে। উক্ত পরিচিতিপত্র না থাকলে অথবা স্বাক্ষরে গরমিল হলে ভোট প্রদান করা যাবে না।

২৩। নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক প্রদানকৃত ভোটার কার্ড সন্দেহাতীতভাবে যাচাইপূর্বক ব্যালট প্রথম অংশটি সংশ্লিষ্ট ভোটারকে প্রদান করবেন এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের নামের বিপরীতে ব্যালট পত্র নম্বর লিপিবদ্ধ করে মুড়িতে ভোটারের স্বাক্ষর গ্রহণ করতঃ ভোটাধিকার প্রয়োগ রেকর্ড করবেন। একজন ভোটারকে কোন অবস্থাতেই একাধিক ব্যালট পত্র প্রদান করা যাবে না।

২৪। শারীরিকভাবে অসমর্থ কোন ভোটার সাহায্যকারী ব্যতীত ভোট দানে অপারগ হলে নির্বাচন বোর্ড সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে ভোট প্রদান কক্ষে উক্ত ভোটারের সাহায্যকারী নিযুক্ত করতে পারবে।

২৫। ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার অন্ততঃ ১৫ মিনিট পূর্বে নির্বাচন বোর্ড নির্বাচন প্রার্থীগণের (যদি উপস্থিত থাকেন) সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া শূন্যতার নিশ্চয়তার বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যালট বাক্সটি বন্ধ ও সীল করবে এবং নির্বাচন বোর্ড, প্রার্থী ও ভোটারদের নিকট দৃশ্যমান একটি উপযোগী স্থানে স্থাপন করবে।

২৬। একটি ভোট গ্রহণ কক্ষে একই সঙ্গে কোন গ্রুপের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের জন্য একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাবে না। একটি ব্যালট বাক্স পূর্ণ কিংবা আরও ভোট গ্রহণের জন্য নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট অনুপযোগী প্রতীয়মান হলে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যালট বাক্সটি সিল করে নিরাপদ ও দৃশ্যমান স্থানে সংরক্ষণ করে এর স্থলে অপর একটি শূন্য ও সীলকৃত ব্যালট বাক্সে ভোট গ্রহণ করবেন।

২৭। নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হলে ব্যালট বাক্স সীল করে নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ পুনরায় আরম্ভ না করা পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

২৮। নির্বাচন তফসীল অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত সকল ভোটার ভোট দান করতে পারবেন।

২৯। ভোট প্রদান বিধিমত সমাপ্তির পর ভোট গণনা শুরু হবে এবং সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত একটানা চলতে থাকবে। প্রার্থীগণ ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে কোন প্রার্থী ভোট গণনার সময় নিজে উপস্থিত না থাকলে নির্বাচন বোর্ডের পূর্বানুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারবেন।

৩০। নির্বাচন বোর্ড ভোট গণনার উদ্দেশ্যে ব্যালট বাক্স হতে ব্যালট পত্র বের করে প্রাপ্ত ব্যালট পত্রের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করে ভোট গণনা শুরু করবেন।

৩১। নির্বাচন কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল না থাকলে ব্যালট পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩২। নির্ধারিত সংখ্যক পদের অতিরিক্ত অথবা কম সংখ্যক প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হলে ব্যালট পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩৩। কাটাকাটি, ওভার রাইটিং সম্বলিত অস্পষ্ট ব্যালট পত্রের নির্দেশাবলী লংঘন করে পূরণকৃত ব্যালট পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩৪। নির্বাচন বোর্ড বৈধ ব্যালট পত্রসমূহ হতে প্রত্যেক প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোট গণনা করে লিপিবদ্ধ করবে। এই ভোট গণনায় নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৩৫। নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ ও গণনা শেষে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা ও প্রকাশ করবে।

৩৬। নির্বাচন ফলাফল সম্পর্কে কোন প্রার্থী আপিল বোর্ডে আপিল দাখিল করতে চাইলে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ব্যাংক ড্রাফট/নগদ আকারে জমাদানপূর্বক তফসিলে উল্লিখিত নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আপিল করতে পারবে।

৩৭। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন এবং নির্বাচন পরিচালনায় কোন প্রকার সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হলে বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ প্রাধান্য পাবে।

৩৮। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আচরণ বিধির পরিবর্তন/পরিমার্জন/সংশোধনের এখতিয়ার নির্বাচন বোর্ড সংরক্ষণ করে।

২৭/১০/২০২৫	২৭.১০.২০২৫	২৭/১০/২০২৫
মোঃ মেহেদী হাসান	মোহাম্মদ জাকির হোসেন	মোঃ আব্দুল মালেক
সদস্য	সদস্য	চেয়ারম্যান
নির্বাচন বোর্ড	নির্বাচন বোর্ড	নির্বাচন বোর্ড
বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা)	বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা)	বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা)
ও	ও	ও
সিনিয়র সহকারী সচিব	উপসচিব	উপসচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), বাণিজ্য সংগঠন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. চেয়ারম্যান, নির্বাচন আপিল বোর্ড, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা) দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন ২০২৫-২০২৭;
৩. প্রশাসক, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা), ১০/৩, ইংলিশ রোড (২য় তলা), ঢাকা-১১০০;
৪. সদস্য সকল (ডাক যোগে), বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা), ১০/৩, ইংলিশ রোড (২য় তলা), ঢাকা-১১০০;
৫. অফিস সচিব, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা), ১০/৩, ইংলিশ রোড (২য় তলা), ঢাকা-১১০০ **[বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা) এর সকল সদস্যদেরকে ই-মেইলে অবহিতকরণ ও নোটিশ বোর্ড এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের অনুরোধসহ]**